চুয়াডাঙ্গায় ৩টি আলমসাধু সহ আন্তঃজেলা চোর চক্রের ৩ সদস্য গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের অভিযানে আন্তঃ জেলা চোর চক্রের ৩ সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ সময় বিভিন্ন স্থান থেকে চুরি হয়ে যাওয়া ৩ টি ইঞ্জিন চালিত আলমসাধু উদ্ধার করেছে চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের অফিসার ইনচার্জ আবু জিহাদ ফখরুল আলম খানের নেতৃত্বে ও এসআই হাসানুজ্জামান সহ সদর থানা পুলিশের একটি চৌকস দল নিয়ে মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ছয়টার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলা ও আলমডাঙ্গা উপজেলা থেকে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃতরা হলেন-আলমডাঙ্গা উপজেলার খোরদ গ্রামের আশরাফ আলীর ছেলে বাশি (৩৫) ও একই উপজেলার পারকৃঞ্চপুর গ্রামের শ্রী সুধির প্রমানিকের ছেলে শ্রী খোকন প্রামানিক (৩৫) এবং জীবননগর উপজেলার গোয়ালপাড়া গ্রামের আবুল কাশেমের ছেলে জসিমউদদীন (৩৫)।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান এর সূত্রে জানা যায় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম মহোদয়ের নির্দেশনায় ও সদর থানার এসআই হাসানুজ্জামান কে সাথে নিয়ে সদর থানা পুলিশের একদল চৌকস টিম নিয়ে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাদেরকে বিভিন্ন জায়গা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। চুয়াডাঙ্গায় ইঞ্জিন চালিত আলমাসাধুসহ অটো ইজি বাইক বিভিন্ন স্থান থেকে চুরি যাওয়ার ঘটনা প্রায়ই ঘটছে এবং এই ঘটনার প্রেক্ষিতে খুন পর্যন্ত সংঘটিত হচ্ছে। এ সময় তিনি আরো বলে, চোর চক্রের সদস্যরা বিভিন্ন কৌশলে আলমসাধু চুরি করে বিভিন্ন জেলায় তাদের পরিচিত গ্যারেজ বা সদস্যের কাছে পৌঁছে দেয় এবং তারা বিভিন্ন লোকের নিকট আলমসাধু বিক্রি করে । এ চক্র চুয়াডাঙ্গা সহ বিভিন্ন জেলা থেকে আলমসাধু চুরি করে বিক্রির কথা স্বীকার করেছে। অবশিষ্ট চোরাই আলমসাধু উদ্ধার ও ইঞ্জিন চালিত আলমসাধু চোরচক্রের বাকী সদস্যদের গ্রেফতারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে বলে জানান চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের এই উর্দ্ধতন কর্মকর্তা।

কুষ্টিয়ায় আরও ১৯ জনের মৃত্যু, নতুন শনাক্ত ২৫৩

কুষ্টিয়া ডেডিকেটেড হাসপাতালেগত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে ও উপসর্গে আরও ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে ১৫ জন করোনায় আক্রান্ত আর ৪ জন উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. আশরাফুল আলম এসব তথ্য জানিয়েছেন।গত ২৪ ঘণ্টায় ৬৭৫টি নমুনা পরীক্ষায় করোনা শনাক্ত হয়েছে ২৫৩ জনের। শনাক্তের হার ৩৭.৪৮ শতাংশ। যা আগের দিনের তুলনায় বেশি।হাসপাতালে রোগী ভর্তি রয়েছে ১৮২ জন। এর মধ্যে করোনা পজেটিভ ১৪১ জন ও উপসর্গ নিয়ে ভর্তি আছে ৪১ জন।

একটি ফোনেই দায়িত্ব শেষ ডা. অলোক কুমার দাসের!

করোনা পজিটিভ সনাক্ত হওয়ার পর আক্রান্ত ব্যক্তিকে একটি ফোন দিয়েই দায়িত্ব শেষ করেন মেহেরপুর সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) ডা. অলোক কুমার দাস। এমন অভিযোগ করেছেন খোদ করোনা আক্রান্ত ব্যক্তি ও তাদের স্বজনরা। তবে অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাবি এ তথ্যগুলো মিথ্যা।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত ১৯ জুলাই করোনা আক্রান্ত হন উজুলপুর গ্রামের রহিমা খাতুন(৭৮)। ওই দিন বিকালে তাঁর ছেলে রেজাউল হকের মোবাইলে ফোন দিয়ে ডা. অলোক কুমার দাস বলেন, আপনার মাকে আইসোলেশনে রাখেন। কোন সমস্যা হলে এই নম্বরে জানাবেন। এতেই করোনা চিকিৎসা শেষ।
শহরের তাঁতীপাড়ার মোখলেসুর রহমান করোনায় আক্রান্ত হন ২০ জুলাই। বিকালে ডা. অলোক কুমার দাস তাঁকে ফোন দিয়ে বলেন আপনার রিপোর্ট

মেহেরপুরে আরও ৪৭ জন করোনা আক্রান্ত! মৃত্যু-৩

মেহেরপুরে নতুন করে ৪৭ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। মৃত্যুবরণ করেছেন আরও ৩ জন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদরে ১৮ জন, গাংনীতে ১৯ জন, মুজিবনগর ১০ জন।

সোমবার রাতে মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সূত্রে আরও জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ১৯৪ টি। তারমধ্যে ৪৭ জন করোনা পজিটিভ।

এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ৫৬৭ জন। তার মধ্যে সদরে ১২৯ জন, গাংনীতে ৩২৫ জন এবং মুজিবনগরে ১১৩ জন।

এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ১২৭ জন । মৃতদের মধ্যে সদরে ৫৭ জন, গাংনী ৪৩ জন ও মুজিবনগরে ২৭ জন।

এসময় তিনি সকলকে সামাজিক দুরত্ব,নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত ধোওয়া,মাস্ক ব্যবহার, জন-সমাগম এড়িয়ে চলা এবং হাচিঁ কাশির শিষ্ঠাচার ও স্বাস্থ্যাবিধি মেনে চলার আহবান জানান।

আলমডাঙ্গায় দুই গাঁজা ব্যবসায়ীর ৬ মাসের কারাদণ্ড

আলমডাঙ্গায় গাঁজা বিক্রয়ের অভিযোগে ২ মাদক ব্যবসায়ীকে ৬ মাসের কারাদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল সোমবার দুপুর ১২ টার দিকে উপজেলা সহকারি কমিশনার ভূমি ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিট্রেট হুমায়ন কবির এ আদালত পরিচালনা করেন।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার এরশাদপুর গ্রামের মৃত ছের আলির ছেলে জুর-আলি ও পাশ্ববর্তী বেলগাছি ইউনিয়নের ডামোশ গ্রামের হবিবার রহমানের ছেলে মিজানুর রহমান লিজু দীর্ঘিদিন যাবৎ গাঁজা বিক্রয় করে আসছিলো।

বর্তমানে চলমান লকডাউনে ঘর বন্দি মানুষের মাঝে এ সকল মাদক প্রশাসনের চোঁখকে ফাঁকি দিয়ে বিক্রয় করে। এরই কারণে এরশাদপুর ও ডামোশ গ্রামের উঠতি বয়সের যুবকেরা মাদকে আসাক্ত হচ্ছে। এ সকল ব্যবসায়ীরা পরিচিত মানুষের মাঝে গাঁজা বিক্রয় করে।
গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ গতকাল সোমবার ভোরে আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আলমঙ্গীর কবিরের নির্দেশে এসআই সুফল কুমার সঙ্গীয় ফোর্স মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে ডামোশ গ্রামের মিজানুর রহমান লিজু ও এরশাদপুর গ্রামের জুর-আলিকে আটক করে। দুই মাদক ব্যবসায়ীদের বাড়ি তল্লাশি করে উভয়ের নিকট থেকে ২৫ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে।
বিষয়টি উপজেলা সহকারি কমিশনার ভূমি ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিট্রেট হুমায়ন কবিরকে অবগত করা হলে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুই মাদক ব্যবসায়ীকে ৬ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করেন।

আলমডাঙ্গায় ট্রাকের ধাক্কায় আলমসাধু চালক নিহত

আলমডাঙ্গায় ট্রাকের ধাক্কায় এক আলমসাধু চালক নিহত হয়েছে। সোমবার সকাল ৬ টার দিকে বন্ডবিল রেলগেট এলাকায় এ ঘটনাটি ঘটে। নিহত যুবক তরিকুল উপজেলার জগন্নাথপুর মাঠপাড়ার জাহের আলীর ছেলে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের জাহের আলীর ছেলে তরিকুল (২৫)। সে দীর্ঘদিন যাবৎ আলমসাধু গাড়ি চালায়। গতকাল সোমবার সকালে আলমসাধু নিয়ে বাড়ি থেকে চুয়াডাঙ্গায় যাচ্ছিলো।

পৌর এলাকার বন্ডবিল রেলগেট এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে দ্রুত গতির ট্রাক মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এ কারণে নিহত যুবক তরিকুল আলমসাধু গাড়ির নিচে পড়ে ঘটনাস্থলে মারা যায়।

বন্ডবিল এলাকার লোকজন ট্রাকটি ধাওয়া করলে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায় ড্রাইভার। এ খবর পেয়ে সকালে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে নিহত যুবক তরিকুলের লাশ উদ্ধার করে। সুরতহাল রিপোর্ট শেষে পরিবারের পক্ষ থেকে বাদি না হওয়ায় লাশ পরিবারের নিকট হস্তান্তর করে। এদিকে, তরিকুলের অকাল মৃত্যুর ঘটনাটি এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে শোকের ছায়া নামে গ্রামজুড়ে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, সোমবার ভোরে তরিকুল বাড়ি থেকে বের হয়ে চুয়াডাঙ্গার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলো। এ সময় আলমডাঙ্গার বন্ডবিল রেলগেটের সামনে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক তাকে ধাক্কা দেয়। এতে ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হয় তরিকুল।
আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলমঙ্গীর কবির জানান, মরদেহ উদ্ধার করে থানায় রাখা হয়েছে। দুর্ঘটনার পর থেকে ট্রাক চালক পলাতক রয়েছে।

কালীগঞ্জে পল্লী বিদ্যুতের প্রায় ২০০ গ্রাহকের গায়েবী বিল

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার বারইপাড়া এলাকায় পল্লী বিদ্যুতের গ্রাহকদের গায়েবী বিল করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল সোমবার জুলাই মাসের বিল করতে গেলে গ্রামবাসীরা মিটার রিডার রঞ্জন কুমার কে প্রায় তিনঘন্টা আটকে রাখে। পরে কালীগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির এজিএম ইকবাল আহমেদ ঘটনাস্থলে গিয়ে মিটার রিডারকে উদ্ধার করেন।

সোমবার সকালে উপজেলার বারইপাড়া এলাকায় মিটারের রিডিং লিখতে গেলে তাকে আটকে রাখে স্থানীয়রা। এসময় মিটার রিডার রঞ্জন কুমার বিদ্যুৎ বিলের গড়মিলের বিষয়টি স্বীকার করেছেন।

স্থানীয়রা জানায়, মিটার থেকে একরকম লিখে নিয়ে গেছে কিন্তু বিল এসেছে বেশি ইউনিটের। বারইপাড়া এলাকার ২০২ জন গ্রাহকের বিদ্যুৎ বিলে এমন গায়েবী বিল করা হয়েছে।

বারইপাড়া এলাকার জসিম উদ্দিন জানান, জুন মাসে মিটার রিডিং থেকে ৪৪৭৫ ইউনিট লিখে নিয়ে যায় মিটার রিডার রঞ্জন কুমার। কিন্তু বিলে ৪৫১৫ ইউনিট উল্লেখ করা হয়। এই ৪০ ইউনিট বেশি করে বিলের কাগজ দেওয়া হয়েছে। প্রায় ২০২ জন গ্রাহকের সবারই এমন হয়েছে।
বারইপাড়া জামে মসজিদের সেক্রেটারী আনোয়ার হোসেন জানান, মসজিদের মিটার থেকে ৬৩০ ইউনিট লিখে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু বিল আসে ৬৫০ ইউনিটের। এভাবে অনেক মানুষের বেশি টাকা গুনতে হয়েছে।

মিটার রিডার রঞ্জন কুমার জানান, তিনি তার রেজিষ্ট্রারে মিটারের ইউনিট লিখে নিয়ে বিল প্রস্তুতকারীর কাছে জমা দিয়েছেন। কিন্তু বিলে কেন বেশি করা হলো সেটি তিনি জানেন না।

কালীগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বিল প্রস্তুতকারী শাহানাজ খাতুন ভূল হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে জানান, মিটার রিডার রঞ্জন কুমার জুন মাসে মিটার রিড করতে যায়নি। তিনি নিজের ইচ্ছামত বিল করে দিয়েছেন।

কালীগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (ডিজিএম) মোঃ কামরুজ্জামান জানান, একটু ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল। গ্রামবাসীরা অফিসে এসেছিল। বিষয়টি সমাধান করা হয়েছে।

মেহেরপুর ডিবি পুলিশের অভিযানে হেরোইনসহ দু’জন আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর এলাকা থেকে হেরোইনসহ রিংকু মিয়া (২১) ও তুফান আলী (২০) নামের দুই যুবককে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের একটি দল।

সোমবার দুপুরে মুজিবনগর থানাধীন দারিয়াপুর শুটকিজোলা বিল এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২০ গ্রাম হেরোইনসহ তাদের আটক করা হয়।

আটক রিংকু মিয়া মেহেরপুর সদর উপজেলার নবীন নগর (খালপাড়া) এলাকার আবু সিদ্দিক এর ছেলে এবং তুফান আলী মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর

গ্রামের কাবিদুল ইসলামের ছেলে।

ডিবি পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী জানান, জেলার বিভিন্ন জায়গায় মাদকবিরোধী অভিযান চলমান এর ধারাবাহিকতায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারি রিংকু মিয়া ও তুফান আলী নামের দুই যুবক দারিয়াপুর শুটকিজোলা বিল এলাকায় হেরোইন পাচার করছে।

এমন সংবাদের ভিত্তিতে এস আই (নি:) বিশ্বজিৎ সরকার এর নেতৃত্বে সঙ্গীয় এএসআই (নি:) মাহতাব উদ্দিন সহ ডিবি পুলিশের একটি দল শুটকিজোলা বিল এলাকায় অভিযান চালায়। এসময় রিংকু মিয়া ও তুফান আলী কে তল্লাশি করে তাদের নিকট থাকা ২০ গ্রাম হেরোইনসহ তাদের আটক করা হয়।

এবিষয়ে তাদের বিরুদ্ধে মুজিবনগর থানায় নিয়মিত মামলা রুজু হইয়াছে।

শৈলকুপায় সামাজিক বিরোধকে কেন্দ্র করে আওয়ামী কর্মীকে কুপিয়ে হত্যা-আটক ৪

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় সামাজিক আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে এক আওয়ামী কর্মী কে কুপিয়ে হত্যা করেছে প্রতিপক্ষ সন্ত্রাসীরা। রোববার রাত সাড়ে ৯ টার দিকে এ ঘটনা ঘটে উপজেলার সিমান্ত বাজার এলাকায়।এলাকাবাসী সুত্রে জানা গেছে, উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান মোস্তফা আরিফ রেজা মন্নু ও দামুকদিয়া গ্রামের বকুল হোসেনের সমর্থকদের মাঝে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল। শনিবার বিকেলে উভয় পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে ৩ জন আহত হয়।
এ নিয়ে রোববার সন্ধ্যায় শৈলকুপা থানায় একটি শালিসী বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। সেখানে প্রতিপক্ষরা হাজির না হওয়ায় সেখান থেকে মোটর সাইকেল যোগে বাড়ি ফিরছিল মন্নুর সমর্থক দামুকদিয়া গ্রামের রাশিদুল ইসলাম উকিল মৃধা। গ্রামে যাবার আগে সিমান্ত বাজার এলাকায় পৌঁছালে পুর্ব থেকে ওৎ পেতে থাকা প্রতিপক্ষ সন্ত্রাসীরা তাকে

ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে পালিয়ে যায়।
সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক রাশিদুল ইসলাম, উকিল মৃধাকে মৃত ঘোষণা করে। নিহত ব্যক্তি একই গ্রামের মৃত আবুল হোসেন মৃধার ছেলে। নিহত উকিল মৃধার ভাই ইমদাদুল হোসেন জানান আমার ভাইকে প্রতিপক্ষ একই গ্রামের বকুল হোসেন নিজে তার সমর্থক দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। এব্যাপারে শৈলকুপা থানার অফিসার ইনচার্জ জাহাঙ্গির আলম জানান, এখনও থানায় মামলা দায়ের হয়নি তবে ৪ জনকে ঘটনার সাথে জড়িত সন্ধেহে আটক করা হয়েছে এবং এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। রাতেই ঝিনাইদহ জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সাইদ আনোয়ার ও সহকারি পুলিশ সুপার আরিফুল ইসলাম ঘটনাস্থলে ডিবি পুলিশের ওসি আনোয়ার হোসেন সহ অবস্থান করছিলেন।

মেহেরপুরে পুলিশের সচেতনতামূলক প্রচারণা

মেহেরপুর পুলিশের উদ্যোগে সাধারণ মানুষের মধ্যে শতভাগ মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে ও করোনা মুক্ত দেশ গড়তে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে মেহেরপুর জেলা পুলিশ।

আজ সকালের দিকে মেহেরপুর পুলিশের একটি দল মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার মোড়,বড় বাজার মোড় এবং পুরাতন বাস স্ট্যান্ড এলাকায় জনসচেতনতা মূলক প্রচারণা চালান।

অযাথা ঘরের বাইরে বের না হওয়ার জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়। একইসাথে সকলকে মাস্ক ব্যবহার করার জন্য আহ্বান জানানো হয়।